International Day of the Midwife

5 May 2018

"Midwives leading the way with quality care"

Bangladesh Nursing & Midwifery Council

About

Bangladesh Nursing & Midwifery Council (BNMC)

Bangladesh Nursing & Midwifery Council

The Bangladesh Nursing & Midwifery Council is a Body Corporate constituted by Parliamentarian Law of People's Republic of Bangladesh under BNMC Act No. 48 of 2016.

Purpose of the BNMC

To ensure standards of nursing and midwifery education and practice in order to protect the vulnerable public, acts as a Registration Issuing & Renewal Authority as well as conducting Licensing Examination of nurses, midwives and other allied professions.

It acts as a National Education Board to ensure quality of education for nurses, midwives & other allied course curriculum authority and professions which regulates practice for maintaining clinical standards.

How is the BNMC constituted?

Nursing & Midwifery Council consists of 22 members. Among them two-third are from Nursing profession, others are from MoHFW, DGHS and DGNM. The members are from various disciplines like nurses, doctors, representative of professional associations and others. The President is the Secretary, Medical Education and Family Welfare Division, Ministry of Health & Family Welfare, the Vice President is Additional Secretary (Nursing Education), Ministry of Health & Family Welfare, the Director General, Directorate General of Nursing and Midwifery the Secretary is the Registrar and the Treasurer is the Director (Education), Directorate General of Nursing and Midwifery. Beside this, the Council employs three officers, i.e. a Registarar and two Deputy Registarar. Among them one Deputy Registarar deals with administration and the other with education. In addition there are IT Assistant Programmer, Administrative Assistants, Driver, Night guard, Office peon and Cleaners.

Activies of the BNMC

- Assessment of existing nursing care standard and comparing with desirable standard against set criteria
- Revising and improving admission standard and the examination system
- Reviewing & revising the existing Nursing & Midwifery Curriculum Periodically
- Introducing examination for renewal of Registration
- Conducting workshops/seminars on Rules & Regulations powered by BNMC Act 2016
- Preparation of future leaders for the professional development
- Establishing monitoring system of Nurses' & Midwives' competencies throughout the country
- Organizing and improving e-record keeping system of the BNMC
- Providing of Students Registration & RNM Database
- Conducting Licensing Examination for all the courses of Nursing and Midwifery
- Securing grant-in-aid and other financial resources to strengthen the BNMC

Future Plan of BNMC

- Launching pilot project on nursing and Midwifery standard
- Conducting Registration renewal examination
- Quality control of education and services
- Introducing teachers' training cell

5 May 2018

International Day of the Midwife

"Midwives leading the way with quality care"

BANGLADESH NURSING & MIDWIFERY COUNCIL

আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৮

৫ম সংখ্যা

প্রকাশকাল
০৫ মে, ২০১৮

উপদেষ্টা সম্পাদক
সুরাইয়া বেগম

প্রধান সম্পাদক
ড. মোঃ মফিজ উল্লাহ্

সহ-সম্পাদক
রাশিদা আক্তার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মোঃ মাহবুব এম. ইমন

সার্বিক সহযোগিতা
মোঃ মুরাদ শিকদার
মঞ্জুরুল করিম
যোবায়ের আরাফাত

প্রকাশক
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
২০৩ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর , ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-৯৫৬১১১৬, ৯৫৬৪১৫৯
ই-মেইল: info@bnmc.gov.bd
ওয়েব: www.bnmc.gov.bd

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
বিপ্লব কুমার শীল

মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা
graph dot net
Creative Printing Media
E-mail: biplobpdnc@gmail.com
১০৪/১, ফকিরাপুল সাফাইয়াত উল্লাহ্ লেন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

২২ বৈশাখ ১৪২৫
০৫ মে ২০১৮

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

গর্ভবতী মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যপরিচর্যা ও মৃত্যুহার হ্রাসে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিশেষ করে একজন মায়ের পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও পরবর্তী সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Midwives Leading The Way With Quality Care'- 'মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। মা ও শিশু মৃত্যুহার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং জনগণের মাঝে এ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মিডওয়াইফের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিডওয়াইফদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির নিকট উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরবকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে সরকার মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার মিডওয়াইফারি শিক্ষা কোর্স সার্ভিসের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি দেশব্যাপী স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণসহ বিপুলসংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত থাকুক- এ প্রত্যাশা করি।

আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ধন্যবাদ

মোঃ আবদুল হামিদ

International Day of the Midwife 2018

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
১৯৭২
BANGLADESH NURSING & MIDWIFERY COUNCIL

International Day
of the Midwife
2016

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২২ বৈশাখ ১৪২৫
০৫ মে ২০১৮

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ৫ই মে, ২০১৮ 'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি এ পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Midwives Leading The Way With Quality Care' (মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে)- অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের সরকার জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গর্ভবতী মা ও নবজাতকের উন্নত পরিচর্চা ও মৃত্যুহার রোধে আমরা বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহন করেছি। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আমরা শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে MDGs গোল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য ২০১০ সালে জাতিসংঘ আমাদের 'এমডিজি অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে।

বাংলাদেশে নতুন নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করেছি। সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে রোগীদের ৩০ প্রকারের ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। এরফলে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ফলে আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি।

মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। গর্ভবতী মা ও নবজাতকের উন্নত পরিচর্যার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারি ৩৮টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং বেসরকারি ১৬টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু আছে। এছাড়াও তিন হাজার মিডওয়াইফ পদ সৃষ্টিসহ মিডওয়াইফ শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সকল জেলা-উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন সাব-সেন্টারে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ নিয়োগ দেওয়া হবে।

আমি আশা করি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মা ও শিশুর মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে মিডওয়াইফগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

আমি 'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ২০১৮' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
১৯৭২
BANGLADESH NURSING & MIDWIFERY COUNCIL

International Day
of the Midwife
2018

মন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস উপলক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল সম্মিলিতভাবে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস উদ্‌যাপন করছে।

১৯৯১ সালে ICM (International Confederation of Midwives) এর উদ্যোগে সর্বপ্রথম দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও দিবসটি উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয়: "Midwives Leading The Way With Quality Care" (মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যা খুবই সময়োপযোগী। উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে মা ও শিশুমৃত্যুর হার এখনও উদ্বেগজনক। এ প্রতিরোধযোগ্য সমস্যা সমাধানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। এগুলোর মধ্যে তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারি কোর্স, ছয় মাসের এডভান্সড সার্টিফাইড মিডওয়াইফারি কোর্স, ওয়েব বেজড মিডওয়াইফারি মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন এবং মিডওয়াইফারিতে বৈদেশিক উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খুব শীঘ্রই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন উপকেন্দ্রে প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমা মিডওয়াইফদের পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে। আইসিএম মান অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৭ টি মিডওয়াইফ লেড কেয়ার সেন্টার চালু আছে। এসব কেন্দ্রে মা ও শিশুর গুণগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতিবাচক পরিবেশ, পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন অপরিহার্য।

আমার বিশ্বাস দক্ষ মিডওয়াইফদের যথাযথ সেবার মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে SDGs অর্জনে সক্ষম হবো।

আমি 'মিডওয়াইফ দিবস-২০১৮' এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ধন্যবাদ

(মোহাম্মদ নাসিম, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৮" উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আয়োজকদের আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "Midwives Leading The Way With Quality Care" (মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

মিডওয়াইফ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশ মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। গর্ভবতী মা ও নবজাতকের পরিচর্যায় প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের বিকল্প নেই। গুনগত সেবাদান নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষন, অধিক সংখ্যক দক্ষ মিডওয়াইফ তৈরী, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সার্ভিস সংক্রান্ত উপকরণ, সরঞ্জামাদি সরবরাহ, উপযুক্ত ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি এবং সহায়ক জনবল নিয়োগ বা পদায়ন অপরিহার্য।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের গড়আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও কেবল স্বাস্থ্য খাতেই নয় বরং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রায় সকল খাতেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

আওয়ামীলীগ সরকার আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের সারিতে পৌঁছাতে বদ্ধপরিকর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নার্স-মিডওয়াইফগণ স্বাস্থ্যসেবায় একটি অবিচ্ছেদ্দ অংশ। আমার প্রত্যাশা এ মহান পেশায় নিয়োজিত প্রশিক্ষিত সকল মিডওয়াইফগণ বিষয়টি অনুভব করে এ দেশের জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাদের অবস্থান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবেন।

পরিশেষে, আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৮-এর সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ধন্যবাদ

(জাহিদ মালেক, এমপি)

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৮' বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মিডওয়াইফারি শিক্ষা, সার্ভিস ও প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়: 'Midwives Leading The Way With Quality Care'(মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে) বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশ মা ও শিশুমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে যা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে। এ সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে মিডওয়াইফদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে মিডওয়াইফ, মা ও পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য। এ লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার শীঘ্রই মিডওয়াইফ পদে নিয়োগ দিবেন যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশার উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। দেশের সকল জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মিডওয়াইফগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৮'-এর সফলতা কামনা করি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ

(ফয়েজ আহম্মদ)

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" ৫ মে ২০১৮ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজক ও সকল সহযোগিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় "Midwives leading the way with quality care" (মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে) প্রতিপাদ্যের বিষয়বস্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যায় মিডওয়াইফ সার্ভিসের বিকল্প নেই।

মিডওয়াইফদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মা ও নবজাতকের মৃত্যুহার পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এখনও মা ও শিশুমৃত্যুহার প্রতিরোধে পিছিয়ে আছে। টেকসই উন্নয়ন (SDGs) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশে আরো অধিকসংখ্যক প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ প্রয়োজন।

গর্ভবতী মা ও শিশু পরিচর্যায় উন্নত কর্মপরিবেশ অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে প্রণীত পাঠ্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। আমি মনে করি স্বাস্থ্যসেক্টরে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ ও অন্যান্য সহযোগি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নত সেবাদানের লক্ষ্যে মিডওয়াইফদের ব্যবহারিক শিক্ষা ও কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতি জোর দেয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে, আমি "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস-২০১৮"-এর সফলতা কামনা করছি।

ধন্যবাদ

(অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ)

International Day of the Midwife 2018

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৫ মে ২০১৮ "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সকল বেসরকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট আয়োজকদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এ বছর ICM কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিপাদ্য বিষয় "Midwives leading the way with quality care" (মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে)। মানসম্মত পরিচর্যার ফলে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য হারে মাতৃশিশু মৃত্যুহার কমে এসেছে। এ সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে গর্ভবতী মা ও শিশু পরিচর্যায় পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি একজন প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের ভূমিকা অপরিহার্য।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশার উন্নয়নে আন্তরিক। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে এবং দূরদর্শী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসেবার মান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩০০০ (তিন হাজার) মিডওয়াইফ পদে নিয়োগ প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন সাবসেন্টারে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফদের নিয়োগ করা সম্ভব হবে। এছাড়া, প্রত্যন্ত অঞ্চলে গর্ভবতী মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা বিবেচনায় এনে ইতোমধ্যে ১২০০ সার্টিফাইড মিডওয়াইফকে উপজেলা ও ইউনিয়ন সাবসেন্টারে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়। মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় সুইডেন সরকারের ডালার্না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ওয়েব বেইজড মিডওয়াইফারি মাস্টার্স কোর্স অব্যাহত আছে, এ বছরেই পি.এইচ.ডি. কোর্স চালু হতে যাচ্ছে। ইউএনএফপি এর টেকনিক্যাল সহযোগিতায় বি.এসসি ও এম.এসসি মিডওয়াইফারি কারিকুলাম প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

মা ও শিশুর রোগ প্রতিরোধ এবং উন্নত সেবাদানে একজন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মিডওয়াইফ গর্ভধারণ থেকে নিরাপদ প্রসব পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শুধু নিরাপদ প্রসবের মধ্যে তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয় মা ও শিশুর পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ টিকা সম্পর্কে এবং পরিবারকে ছোট ও সাবলম্বি রাখার জন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। মিডওয়াইফদের শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটগুলো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে বলেই অল্প সময়ের মধ্যে মিডওয়াইফগণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারছে। আমার প্রত্যাশা তাদেরকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি যত্নশীল হতে হবে। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় গুনগত পরিবর্তন আসবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিডওয়াইফগণ কর্তব্যের প্রতি আরো নিষ্ঠাবান ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে দেশ ও সমাজে নিজেদের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবে।

পরিশেষে, আমি এ আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবসের সাফল্য ও মিডওয়াইফ পেশার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ-

(তন্দ্রা শিকদার)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৫ মে ২০১৮ "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকল আয়োজকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ বছর ICM-কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয়: "Midwives leading the way with quality care" (মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে)। মানসম্মত প্রসূতি ও শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্যটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি মনে করি।

মাতৃ ও শিশু মৃত্যুরোধে একজন প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের ভূমিকা অপরিসীম। একজন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মিডওয়াইফ গর্ভবতী মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষম। মিডওয়াইফ নবজাতকের অস্বাভাবিক উপসর্গ সনাক্তপূর্বক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্রেরণ করতে পারে। মা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের দোরগোরায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।

আমার বিশ্বাস ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এবং মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে শক্তিশালী করা। মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে।

পরিশেষে, আমি আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবসের সাফল্য এবং মিডওয়াইফ পেশার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

ধন্যবাদ

(ডাঃ কাজী মোস্তফা সারোয়ার)

International Day of the Midwife 2018

সভাপতি
বাংলাদেশ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ

বাণী

৫ মে ২০১৮ আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় এ দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে যেনে আমি আনন্দিত। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের যৌথ এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় **"Midwives leading the way with quality care"** (মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে) এ স্লোগানটির তাৎপর্য অনস্বিকার্য ও সর্বজনীন।

মাতৃ ও শিশুমৃত্যু প্রতিরোধে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যবর্গও মাতৃশিশু পরিচর্যায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। আওয়ামীলীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন সেক্টরে প্রভূত উন্নতি সাধন করে ধীরে ধীরে 'স্বল্প উন্নত দেশ' থেকে 'উন্নয়নশীল দেশ'-এ পরিনত হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতেও দেশটি বিগত দশকগুলোতে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশু মৃত্যুর হার প্রতিহাজার জীবিত জন্মে ৬৫ (২০০৭) থেকে কমে ৪৬ (২০১৪)-এ এসেছে। এসব সাফল্যের কারণে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে শিশু স্বাস্থ্য ও মাতৃ স্বাস্থ্যের বিষয়ে জাতিসংঘের পুরষ্কার লাভ করেন।

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে মিডওযাইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসের মান ও গ্রহণযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু হার প্রতিলক্ষে ৩২০ থেকে নেমে ১৭৬ জনে নেমে এসেছে। মা ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক। ২০১০ সালে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত ৬৫তম সম্মেলনে তাঁর প্রতিশ্রুত ৩০০০ মিডওয়াইফ পদে শীঘ্রই প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ নিয়োগ দেয়া হবে। তবে মানসম্মত প্রসূতিসেবায় প্রয়োজন নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে (SDGs) বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। ১৭টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে "সকলের জন্য সুস্থ্য ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করা"। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন দক্ষ জনবলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস"-এর সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদ-

(ডাঃ এম. ইকবাল আর্সলান)

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

বাণী

৫ মে ২০১৮ "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশে উদ্‌যাপন করায় আমি গর্বিত ও আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় মিডওয়াইফদের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আইসিএম কর্তৃক এ উদ্যোগ। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Midwives Leading The Way With Quality Care" (মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে) যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যথার্থ ও সময়োপযোগী।

গর্ভবতী মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মিডওয়াইফারি সার্ভিস একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার বিশেষ করে UNFPA-এর টেকনিক্যাল সহযোগিতায় মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিস ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মা ও শিশুর রোগ প্রতিরোধ, বিজ্ঞানসম্মত সেবাপ্রদান, মাতৃশিশু মৃত্যুহার লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এ লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত ৩০০০ মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে যা প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ দ্বারা শীঘ্রই পূরণ করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৫৪টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স পরিচালনা অব্যাহত আছে। এদিকে এ পর্যন্ত ৩ ব্যাচ স্টুডেন্ট কোর্স সম্পন্ন করে লাইসেন্সসিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত আছে।

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সমন্বয়ে এবং UNFPA এর টেকনিক্যাল সহযোগিতায় বিএসসি ও এমএসসি মিডওয়াইফারি কারিকুলামের খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তদুপরি, মিডওয়াইফ শিক্ষাকে গতিশীল ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সুইডেন সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় ডালার্না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ওয়েব বেইজড মিডওয়াইফারি মাস্টার কোর্স চালু করা হয়েছে।

আইসিএম-এর প্রতিপাদ্যের আলোকে মানসম্মত ম্যাটার্নিটি সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও পর্যাপ্ত লজিস্টিক সাপোর্ট অপরিহার্য। উন্নত সেবাদানের লক্ষ্যে মিডওয়াইফদের ব্যবহারিক শিক্ষা ও কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ ও অব্যাহত মূল্যায়নের প্রতি জোর দেয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে, আমি "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগিদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ

(সুরাইয়া বেগম)

International Day of the Midwife 2018

BRAC UNIVERSITY

Inspiring Excellence

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন

ব্র্যাক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

বিগত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, এবং নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর **'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস'** উদ্‌যাপন করছে জেনে ব্র্যাক এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু, নবজাতক ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য মিডওয়াইফারি সেবার বিকল্প নেই। আর সেই লক্ষ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় ২০১২ সাল থেকে মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৪০০ জন শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ডিগ্রী অর্জন করেছে এবং তাদের মধ্যে ৩৯৭ জনই বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল থেকে লাইসেন্স পেয়েছে। বর্তমানে ৪৪২ জন শিক্ষার্থী ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে অধ্যয়নরত রয়েছে। সকল লাইসেন্সধারী মিডওয়াইফরা বিভিন্ন দেশি-বিদেশি এনজিও'র স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালে কর্মরত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, লাইসেন্সধারী মিডওয়াইফদের মধ্যে ৯৯ জন কক্সবাজারে শরণার্থী ক্যাম্পে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় ২৪/৭ নিয়োজিত আছে এবং ইতিমধ্যেই শরণার্থী গর্ভবর্তী মায়েদের সেবায় তারা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়াও ব্র্যাক এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় মিরপুর- এ একটি 'মিডওয়াইফ লেড ম্যাটারর্নিটি সেন্টার (মডেল সেন্টার) চালু করেছে, যা ডিপ্লোমা মিডওয়াইফ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে ৬০০ মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে ১৩২ জন (১ম ব্যাচ) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী অর্জন করেছে। উক্ত মিডওয়াইফদের দ্রুত পদায়ন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যু, নবজাতক ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য ব্র্যাক বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করে আসছে এবং তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। ব্র্যাক প্রতিটি ইউনিয়নে দুইজন মিডওয়াইফ পদায়ন করে মাতৃ, নবজাতক ও শিশুমৃত্যুর হার কমাতে সরকাররের কার্যক্রমকে আরো জোরদার করবে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (SDGs) অর্জনে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, 'আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস ২০১৮' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং সেই সাথে মিডওয়াইফারি কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ

International Day of the Midwife 2018

World Health Organization
Bangladesh

WHO Representative a.i.

Message

Midwives can play a central role in providing care for pregnant women, mothers and newborns, contributing with their skills and motivation to the wellbeing of families. By observing each year the international Day of the Midwife, we are acknowledging the crucial role of this professional category to health and well-being. The theme of this year ~Midwives leading the way with quality care" emphasizes that adequate qualification is a prerequisite for the overall success of midwives and stress the importance of continuous training programmes in order to achieve the desired quality level of midwifery services across the country.

Bangladesh is moving towards achieving the Sustainable Development Goals commitment: to reduce the maternal mortality ratio from 196 to 70 per 100 000 live births by 2030.

According to the recent Bangladesh Maternal Mortality and Health Care Survey 2016, 50 percent of deliveries were attended by trained health personnel (compared to 27 percent in 2010) and 47 percent of deliveries take place in health facilities (compared to 23 percent in 2010). To ameliorate this situation, combined efforts of all major stakeholders are required. Government, non-government organizations, development partners, and civil society have a shared responsibility to increases access to professional midwifery services and thus a collective is needed to augment the number of trained midwives.

We commend the Government of Bangladesh for the training and deployment of qualified midwives against the almost 3,000 midwifery posts in the public health system. We also commend it for introducing a dedicated three year `Diploma in Midwifery' course in different colleges and institutes which shows progresses against the "Every Woman Every Child Strategy" of the United Nations. The initiative of formulating a national midwifery policy also signifies the government's commitment to improve midwifery services in the country.

WHO is committed to provide technical support to the Directorate General of Nursing and Midwifery and to the Bangladesh Nursing and Midwifery Council to strengthen their capacity and service quality. WHO supported the Ministry of Health and Family Welfare to conduct a mapping study of various health professional education institutions including midwife. This study emphasizes the importance of strengthening education data management information systems for evidence-based planning and deployment of midwives along with other professionals. WHO also supported the revision of the three year Diploma in Nursing Science and Midwifery course curriculum and the examination system.

Since midwifery is a growing profession in Bangladesh, supportive supervision, career development opportunities, and a sound working environment including logistical support are needed to produce the highest quality of care. WHO is fully committed to extend its support to improve and expand midwifery services to thus contribute to the health and wellbeing of the people of Bangladesh including all pregnant women, mothers and newborns.

International Day of the Midwife 2018

Dr Bardan Jung Rana
WHO Representative a.i.

Representative
UNFPA-Bangladesh

Message

Every year we celebrate International Day of the Midwife on 5 May. The theme for 2018 is, "Midwives Leading the Way with Quality Care." As such, it resonates fully with the remarkable efforts and progress that Bangladesh has made in rolling out and accelerating the midwifery profession, thereby making a critical contribution to women's health, and also that of newborn children.

Indeed, professional midwives are increasingly stepping into their role as leaders and providers of high quality sexual and reproductive health care for women and girls in Bangladesh. There are currently 1,883 registered diploma midwives and 1,600 certified midwives in the country.

Three hundred and sixty five days a year, twenty four hours a day, midwives are courageously providing frontline care to girls and women, delivering our future generations.

Because of the quality of care and commitment they provide globally, professional midwives are able to avert about two-thirds of all maternal and newborn deaths.

We extend our warm congratulations to Bangladesh for becoming a "Developing Country", building on some of the remarkable growth that has already happened. While we applaud this achievement, we also gather energy to solve and fill the remaining gaps to secure maternal and newborn health now and in the future.

Still today, only one in two women use a skilled birth attendant at the time of delivery, and women who are furthest left behind, have particularly low access. This accentuates their risk of morbidity and mortality.

However, midwives can provide the solution as with them, more women will have access to lifesaving care. Midwives' role in the health system is essential in ensuring equity in health care services for all women and girls, as they provide a continuum of sexual and reproductive health care, including family planning, maternity care, newborn care, sexually transmitted infection and cervical cancer screenings, adolescent-friendly services, and gender-based violence prevention and response.

In addition, midwives are role models in their communities and societies and in Bangladesh at large, and the midwifery profession can also empower women economically, offering an opportunity to enter the labour market as wage earners, inspiring others at the same time.

The Government of Bangladesh, with the support of UNFPA, is working tirelessly to provide quality sexual and reproductive health care. As part of these efforts, midwives have been deployed to remote rural health facilities as well as to contexts with humanitarian crises including floods, cyclones and influxes of refugees and displaced persons.

In order for Bangladesh to achieve the best health outcomes and SDG 3 and 5 targets related to reducing maternal mortality, promoting gender equality, and ensuring universal access to sexual and reproductive health services, midwives must be integral part of the whole health care system and available everywhere – from public to private facilities, from communities to referral hospitals – and we shall work to ensure the value is widely known.

Bangladesh's current health care policies set a clear agenda for midwives to take the lead and become role models for empowerment of women and gender equity in education, health care, at the workplace, and in society in general. In order for midwife-leaders to bring about the needed transformations, enabling environments must be further assured. Midwives need to be recognized as autonomous experts when caring for healthy women, operating in safe work spaces, and functioning as part of a team with other health care service providers to ensure also rapid emergency response for those with life-threatening complications.

Midwives are heroines bringing lifesaving health services to all women and particularly to vulnerable women and girls, promoting gender equality and ensuring no one is left behind. They are real proof and realization of both the SDGs in action as well as UNFPA's mandate of ensuring reproductive health and rights for all.

UNFPA would like to commend the Government of Bangladesh, in particular the Ministry of Health and Family Welfare, for its hard work and dedication in promoting the health of girls, women, mothers, and newborns by ensuring a strong midwifery profession to safeguard good health for all. In addition, UNFPA thanks all of the midwives who have bravely stepped forward to fulfill leadership roles for women's empowerment.

Dr. Asa Torkelsson
UNFPA Bangladesh Representative

সভাপতি
বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি

বাণী

৫ মে ২০১৮ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও "আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফ দিবস" যথাযথভাবে পালিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "Midwives Leading The Way With Quality Care" (মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মানসম্মত সেবা প্রদানে মিডওয়াইফ এগিয়ে) যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যথাযথ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মা ও শিশুর মানসম্মত সেবায় প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের বিকল্প নেই। সমগ্র বিশ্বে মিডওয়াইফারি একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে গর্ভবতী মা ও শিশু পরিচর্যা এবং মাতৃশিশু মৃত্যু প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও এ পেশার অবদান দৃশ্যমান। সরকারের আন্তরিকতা ও বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে মিডওয়াইফগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যাচ্ছে। আজ সর্বক্ষেত্রেই মিডওয়াইফগণ মানসম্মত সেবাদানে এগিয়ে যাচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মিডওযাইফগণ অত্যন্ত সভলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ইউএনএফপিএ'র আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি জেলা ভিত্তিক স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস) নতুন প্রজন্মদের এ পেশায় আশার জন্য বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে।

আজ ৫ই মে ২০১৮ আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফারি দিবসে বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটির পক্ষ থেকে দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ধন্যবাদ

(হালিমা আক্তার)

New techniques to birthing

Dr. Nusrat Azrin Mohsin, Clinical Mentor, Save the Children

Khatiza is 35 years old and a mother of two. After two Intra Uterine Deaths (IUDs), Khatiza is in labour again. This is a very precious moment for Khatiza and her family. Accompanied by two of her relatives Khatiza arrived at the hospital at the early hours of dawn. Her water broke soon after the dawn prayers and since then her pain had been increasing. Midwife Rahima Khatun, attended Khatiza since her arrival at the hospital. Rahima got to know that Khaitiza had two IUDs before this pregnancy, hence this pregnancy could take a critical turn.

Midwife Rahima has received guidance and support from Save the Children's Clinical Mentor Nusrat. Previously Midwife Rahima had not seen the birthing positions in practical life, she had only studied about it in books and theories. Clinical Mentor Nusrat supported and guided Rahima by demonstrating the different birthing techniques, birth positions and after-birth care by showing her videos, providing her with materials. Under the clinical mentoring of Nusrat, Rahima is now very confident in undertaking normal vaginal delivery.

After a lengthy time in labour, Khatiza was finally in full contraction and started feeling extreme levels of pain. Midwife Rahima asked her to sit on the birthing tool and get ready for the baby to come out. However, because of lack of awareness and available knowledge on birthing positions, the idea of sitting on a birthing tool was not well accepted by Khatiza and her relatives at all. Khaitiza's mother in law was shocked to hear about the possibility of sitting and giving birth. "I have never heard about such a technique. None of my past generation used this way of birthing. I will not accept this. I should not have come here," she mentioned showing full concern. Khatiza was also panicked at the thought of sitting on a tool for birthing; she had never heard or even seen anyone in her neighborhood do this. Khatiza also panicked! Khatiza's mother in law became furious and suggested that leave the health complex immediately and deliver at home.

At that time, Clinical Mentor guided the midwife to provide counseling to the mother and the family. Together, they explained the advantages of positioning the baby in a sitting or squatting position. They explained the benefits of it to the mother and child. Together they reassured and convinced Khatiza to do a trial. If she faces any difficulty, she was to be removed immediately. Finally Khatiza was on the birthing tool and within minutes she was further dilated. Her contractions increased and she felt a push downwards. To her surprise, Khatiza felt much more comfortable in this position than in any previous deliveries. The clinical mentor and midwife asked her if she wanted to change it, but Khatiza felt confident. They both provided her with reassurance, mental support and strength to go through with this.

In a very short time, Khatiza delivered a beautiful baby girl in that sitting birthing position. Right after the birth, the Clinical mentor guided Midwife Rahima to cut the cord in time and do skin to skin care. The entire process was not scary at all. Infact, the experience will always be very memorable to Khatiza. "I was very sacred of trying a new position for delivering my third child. I have been told by my elders to deliver in the traditional ways, but the sitting birthing position really helped me. It was quick and less painful. I felt comfortable and confident after listening to the Midwife under the guidance of the Clinical Mentor. Midwife Rahima even helped me with feeding the baby for the first time," says Khatiza at the time of her release just a few hours after birth.

After her experience, Khatiza has full confidence in the midwives. She hopes to encourage her neighbors, break the traditional taboos of delivery and spread awareness amongst her friends. She realizes that birthing can be a memorable process if it is done under proper guidance and support.

মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবায় দক্ষ জনশক্তি

রেজাউল করিম

কোঅর্ডিনেটর-ইন্টারভেনশনস্, আস্থাপ্রকল্প, সুইসকন্ট্যাক্ট

পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট অথচ ব্যাপক মাত্রার জনবহুল একটি দেশ বাংলাদেশ। বিগত কয়েক দশকে দেশটির বিভিন্ন সেক্টরে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে দেশটি 'স্বল্প উন্নত দেশ' থেকে 'উন্নয়নশীল দেশ'-এ পরিনত হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতেও দেশটি বিগত দশকগুলোতে উল্ল্যেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। আমাদের গড় আয়ু ৬১বছর (১৯৯৪) থেকে বেড়ে বর্তমানে ৭২ বছরে (২০১৫) পৌঁছেছে; অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশু মৃত্যুর হার প্রতিহাজার জীবিত জন্মে ৬৫ (২০০৭) থেকে কমে ৪৬ (২০১৪)-এ এসেছে । এসব সাফল্যের কারণে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে শিশু স্বাস্থ্য ও মাতৃ স্বাস্থ্যের বিষয়ে জাতিসংঘের পুরস্কার লাভ করেন। এ সাফল্য আমাদের সকলেরই। কিন্তু আমাদের গন্তব্য আরও অনেক দূর..। এসকল অর্জনের পরও-সারাবিশ্বে যত মাতৃমৃত্যু হয় তার প্রায় ২% বাংলাদেশে হয় ; অপুষ্টিতে বিদ্যমানরত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। এখনো এদেশে যত সন্তান জন্ম নেয় তার প্রায় অর্ধেকের জন্ম হয় অদক্ষ ধাত্রীর হাতে । এর অন্যতম কারণ হচ্ছে- স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ জনশক্তির অভাব যা আমাদের সকলেরই জানা।

দেশের বিভিন্ন সেক্টরে অবকাঠামগত উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশটিতে বেড়েছে সরকারি ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি। কিন্তু এ সবই যেন শহর কেন্দ্রিক; অথচ এ দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষের বসবাস গ্রামে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার প্রতি ৬,০০০ জনগণের জন্য ১ টি করে কমিউনিটি ক্লিনিক চালুর কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন; যা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

কিন্তু সরকারের সীমিত সম্পদ দিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মেটানো কোনভাবেই সম্ভব নয় বিধায় সরকার বিভিন্নভাবে বেসরকারী খাতকে এতে সম্পৃক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় ২০০৯ সনের নভেম্বরে 'কমিউনিটি প্যারামেডিক' নীতিমালা জারী করেন। পরবর্তীতে মার্চ, ২০১৩ সালে এ নীতিমালার সংশোধন হয়। এ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষ, সহজলভ্য ও টেকসই স্বাস্থ্যসেবা গড়ে তোলা। সংশোধিত নীতিমালা মোতাবেক নূন্যতম এসএসসি পাশের পর যারা সফলভাবে দুইবছরের পূর্ণ মেয়াদী 'কমিউনিটি প্যারামেডিক' কোর্স সম্পন্ন করবেন তাদেরকে কমিউনিটি প্যারামেডিক (CP) বলা হবে। কমিউনিটি প্যারামেডিকগণ নিজ উদ্যোগে নিজ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে পারবেন।

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্সটি বর্তমানে ২৩টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৩ সালের সংশোধিত নীতিমালা মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন, কারিকুলাম প্রনয়ন, প্রশ্নপত্র তৈরী, চূড়ান্ত পরিক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষা পত্র মূল্যায়ন পরবর্তী ফলাফল প্রকাশ, সনদ প্রদান এসব কিছুর সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছে বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি)।

এ সেবাকার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আর্ন্তজাতিক সংস্থা 'সুইসকন্ট্যাক্ট'। সুইসকন্ট্যাক্ট ১৯৫৯ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এ সংস্থা তার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষতা তৈরী এবং দারিদ্রতা দূরীকরণে নিয়োজিত। এ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের 'টারসান' নামক প্রকল্প মার্চ ২০১১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সাল পর্যন্ত 'কমিউনিটি প্যারামেডিক' নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছে। টারসান-এর ধারাবাহিকতায়, নোভারটিস গ্লোবাল ও সুইসকন্ট্যাক্ট-এর আর্থিক সহায়তায় ২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে 'আস্থা' প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়, যা ডিসেম্বর ২০১৮ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পটি কমিউনিটি প্যারামেডিকদের প্রতিষ্ঠা-করণ, সেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবায় তাদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে; পাশাপাশি কমিউনিটি প্যারামেডিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজও করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের তিনটি জেলা- নীলফামারি, পটুয়াখালী ও সুনামগঞ্জ-এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, সরকার ইতিমধ্যে ৩,০০০ (তিনহাজার) মিডওয়াইফের পদ সৃষ্টি করেছেন এবং ইতিমধ্যে ১,২০০ (এক হাজার দুইশত) সর্টিফাইড মিডওয়াইফ বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নিয়োগ পেয়েছেন। আরো ৬০০ মিডওয়াইফকে শীঘ্রই নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে এটি সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে হাজার হাজার মিডওয়াইফের প্রয়োজন যা পরিপূর্ণ হওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সেবাটি অবশ্যই বিকল্প দক্ষ জনশক্তি (যেমন-কমিউনিটি প্যারামেডিক) দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে। কমিউনিটি প্যারামেডিকরা (বিশেষতঃ মহিলা) নরমাল ডেলিভারী এবং নবজাতকের স্বাস্থ্যসবোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

প্রতিবছর দেশে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পাশের পর উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের আর কোন সুযোগ পায়না বিধায় অনেকের শিক্ষা জীবনের এখানেই সমাপ্তি ঘটে। দুই বছর মেয়াদি কমিউনিটি প্যারামেডিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করে এই শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী তাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারেন; যা দেশের বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সরকারের ''ভিশন ২০২১'' বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২০১৩ সালে কমিউনিটি প্যারামেডিকের প্রথম ব্যাচ সফলতার সাথে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান শুরু করেন। বর্তমানে প্রায় ২,০০০ (দুইহাজার)-এর ও অধিক কমিউনিটি প্যারামেডিক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আস্থা ও আন্তরিকতার সাথে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন। ধীরে ধীরে এ সংখ্যাটি বাড়ছে; আর এ সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে যাচ্ছে অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষতা সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবকদের অনৈতিক দৌরাত্ব। এ যেন দেশের মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে এক নীরব বিপ্লব।

Sources:
1.WHO
2. BDHS 2016
3. WHO: Trends in maternal mortality
4. BDHS 2016

Training Evaluation Report of Pre-Dispatch Training for Cox's Bazar Refugee Camp Nurses

Dr. Md. Mofiz Ullah
BSc (DU), MSc (Edin UK) PhD (USA)
Fellow (Jcu, Aus), Member of APEDNN
Lecturer
Khulna Nursing College, Khulna.

Introduction

The estimated number of migrated Rohingya refugees exists in Bangladesh is over 900,000 which includes about 671,000 estimated new arrivals since 25 August 2017 and 212,000 estimated refugee population before the influx. The speed and scale of the influx resulted in a critical humanitarian emergency. They are now reliant on humanitarian assistance for food, shelter and other life saving needs. The people are severely traumatized because they are forcefully displaced from their home. They are now living in extremely difficult conditions.

The influx of refugees to Bangladesh has already created a social problem in terms of safety, security, economy, health and environment. If they are not immediately return to their home Bangladesh has to face a great trouble and the adverse effects of the disaster will go beyond its control.

Despite knowing the consequences of the influx Bangladesh government has extended its hands humanly for surviving the Rohingya people. The country has been strongly maintaining a political lobbing with International communities to settle down the issue. For this dedication Honorable Prime Minister Sheik Hasina is recognized as the "Mother of Humanity" by International Community.

Nurses are assumed a number of roles and responsibilities when they provide care to the clients. The variation of nurses' roles and responsibilities depends on the nature of jobs. Nurses in Bangladesh, play an important role in emergency and disaster situation because they are the main part of health care system. Nurses do their practice very informally to meet the crisis caused to disasters.

From this perspective, Directorate of Nursing and Midwifery organized a three day pre-dispatch training for nurses with the technical support of JICA, Bangladesh. The goal of the pre-dispatch disaster nursing training program is to develop the capacity of the nurses that would enable them to provide care effectively in the Rohingaya Refugee Camps in Cox's Bazar.

Brief Discussion about the Training:

* A draft training manual has been developed which includes Goal of the course, courseobjectives, training schedule and 12 modules.
* On the first day of training registration of trainee were done from 8:30 a.m.-09:00a.m. The training sessions were started with an inaugural session where DGNM & Civil Surgeon of Cox'Bazar chaired the occasions. Both the batches followed the training schedule successfully. During the closing session post evaluation of the training were held (a post evaluation format was distributed to every participant), training completion certificate was given to every participant.
* A jacket and one kit bag containing: (1) Disposablemask, (2) Handwash, (3) Alcohol hand sanitizer, (4) Disposable globes, (5) vest made by Gabardinecloth, (6) sanitary Napkin (7) Torch light with battery were distributed to each participant.

Feedback from Participants: 3rd& 4thBatch (every last day):

* A structured feedback form had been given to every participant after completion of all 12 modules. The form consists of 12 subjects/topics/areas and a column for scoring (maximum 05) against every area/subject.
* All feedback forms' score have been compiled according to each question and showed the average score against each question. The compiled result has been shown below both in numerical and in chart.
* All participants expressed their satisfaction about the training except the period of training which they expressed that it was too short and some trainee also noticed that the control of sessions by resource persons should be more efficient.

Feedback from Participants (3rd Batch):

Sl.Number	Subject/topics/area	Average score (1-5)
1.	The objectives of the training were clear.	4.6
2.	Participation was encouraged.	4.7
3.	Training topics was relevant.	4.5
4.	The contents were easy to understand/follow.	4.5
5.	The provided materials were helpful.	4.4
6.	This training is useful for my work.	4.7
7.	The trainer was knowledgeable aboutthe topics.	4.4
8.	The time is sufficient.	2.5
9.	The room/ facilities were adequate.	4.3
10.	Class works were appropriate to meet the objective	4.1
11.	The trainer was handle question nicely	4.6
12.	Control over class was sufficiently	3.8

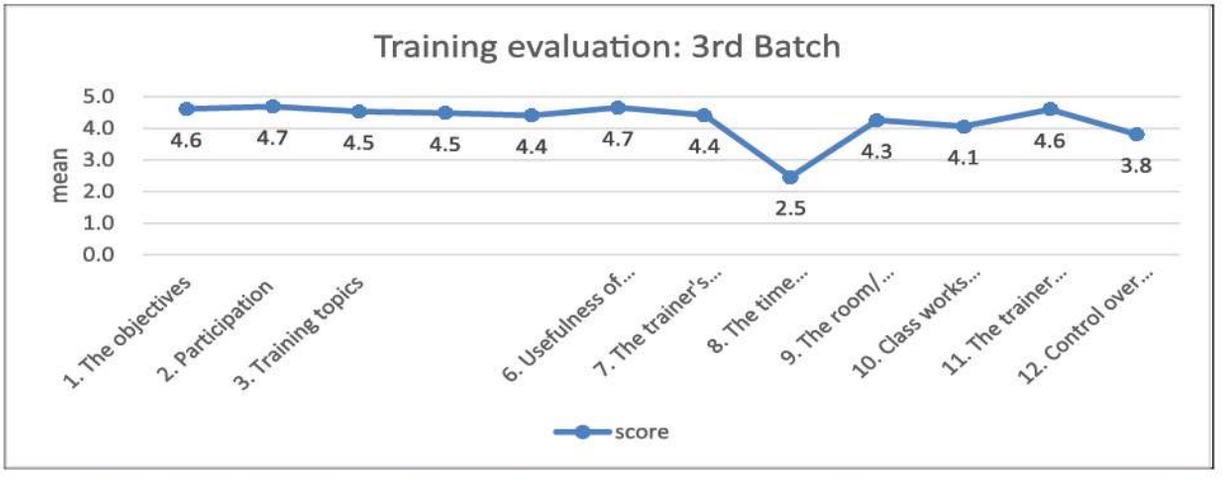

Dr. Mofiz Ullah delivering lecture

Group Photograph

Feedback from Participants (4th Batch):

Sl. Number	Subject/topics/area	Average score (1-5)
1.	The objectives of the training were clear.	4.6
2.	Participation was encouraged.	4.7
3.	Training topics was relevant.	4.5
4.	The contents were easy to understand/follow.	4.5
5.	The provided materials were helpful.	4.4
6.	This training is useful for my work.	4.7
7.	The trainer was knowledgeable aboutthe topics.	4.4
8.	The time is sufficient.	2.5
9.	The room/ facilities were adequate.	4.3
10.	Class works were appropriate to meet the objective	4.1
11.	The trainer was handle question nicely	4.6
12.	Control over class was sufficiently	3.8

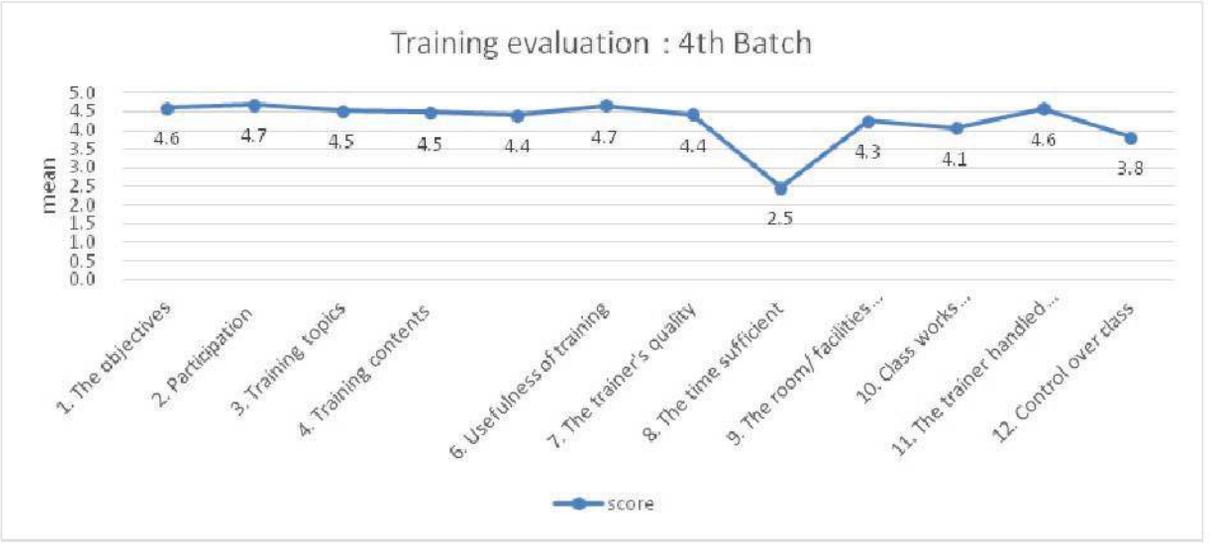

DG,DGNM & Civil Surgeon with Participants

1. **Training Follow-up (on 15th January,2018):**

A training follow-up visit was conducted by a joint team (DGNM and CBNS):

1. Ms. Bilkis Akter, Nursing Officer, JICA Focal Point person of DGNM
2. Dr.Mofiz Ullah, Lecturer, Khulna Nursing College, Khulna
3. Mr.Md.Masud Parvez,SSN,UHC,Bashkhali,Chittagong
4. Ms. Golapy Kulentulu Tereza,DPHN,Civil Surgeon Office,Cox's Bazar
5. Dr.A.B.M.Jahangir Alam, Technical Advisor in Nursing Administration, CBNS,JICA
6. Dr.Naoko Ueda,Chief Advisor,CBNS,JICA
7. Dr.Mizue Hiura,Nursing Education Expert,CBNS,JICA
8. Ms.Trina Hasan,Project Officer,CBNS,JICA

The team members were divided into two groups: one group for Ukhiya and other group for Teknaf. The Ukhiya group visited Ukhiya UHC and some camps (met 20 nurses who got 3 days pre-dispatch training and deputed by DGNM) and the Teknaf group visited Teknaf UHC (met 12 nurses who got 3 days pre-dispatch training and deputed by DGNM).

All 32 trained nurses filled the supplied questionnaire. The team also visited the accommodation facility in TeknafUHC, got information about their transport facility for going to and from the camp/ vaccination centers, any challenges or facility, etc.

SSN working in Refugee camp, Ukhia

Result of Training follow-up visit:

During the field visit a structured questionnaire was given to every trained nurse who is working in Ukhiya and Teknaf. They were requested to put number against each module (from 01 – 13) according to priority or module which helped them much. The result shows that out of 13 modules: the modules on Nurse Role in Disaster, communicable diseases, Diphtheria, counselling, concept of disaster, helped them lot during their task in camps. Importance of other modules has been shown in mean table.(Chart and the comments for Questions 2-5, see below)

Question 2: Is there any specific knowledge of that you have used on your work after the training?

- ✓ *Counseling about RH, Diphtheria and communicable diseases, Safe water and personal hygiene, FP, Management of acute watery disease, prevention method (for nurses and people) like masks, handwashing, bath and so on. Prevention and management of ARI, triage, EPI, STD*

Question 3: Is there anything which has changed your perception, attitude or behavior as a result of the training?

- ✓ *We were afraid of Rohingya but no more, changed perception; we can deal with them with confidence. We can deal with different personal. Disaster management was new that changed our attitude and behavior.*
- ✓ *Excited and motivating. Internalized Rohingya issues and accordingly we engaged to serve the people. In future, we will be able to apply this knowledge that acquired in training. CPR, Triage were most effective. Training set our mind and sad to see Rohingya situation. Changed mind about think about vulnerable people like children as nurse role. Counseling procedure, RH and FP suggestion to refugees. Be able to understanding about refugee's severe situation. We started to understand Rohingya language.*

Question 4: Do you have any recommendation or other comments on the training course?

- ✓ *Thank you,we were very much benefited. Need to continue. Longer days.*
- ✓ *Better to add basic idea about EPI/vaccination, schedule should be included. Diphtheria (how to Q&A). with refugees, how to asses Diphtheria –like patient. Disaster management Dr may be good trainers.*
- ✓ *Accommodation problem.*
- ✓ *All vaccination should be secured.*
- ✓ *Need more masks and gloves (hand rub is enough, sanitary napkin is not needed).*

Question 5: What kind of follow up support would help you do your work better?

- ✓ *Accommodation, facility, sanitation, transportation of nurses should be improved.*
- ✓ *DGNM and local administration should visit weekly or bi-weekly.*
- ✓ *Supply of masks.*
- ✓ *FU visit of training should be in the camp, not in the UHC.*

Sources:

1. Directorate General of Nursing & Midwifery, 2018

2. Situation Report: Rohingya Refugee Crisis Cox's Bazar 23 March 2018

3. Ullah MM (2010) A case Study on the 'Role of Nurse-Midwives' during emergency and disasters in Bangladesh, 2010

Midwifery-Led Maternal Healthcare Centre in Dhaka

Sandra Rumi Madhu
Senior Instructor – Midwifery Education Team
Developing Midwives Project, BRAC JPGSPH, BRAC University

Every woman deserves safe, quality, personalised, affordable and respectful care during the most significant moment – the birth of a life! To create such a platform for women, and also to focus on safety over any other concern, BRAC University (BRACU)'s 'Developing Midwives Project' (DMP) has launched its first midwifery-led maternal health centre in January 2018.

Partnered with BRAC, DMP converted one of BRAC's maternity centres into Dhaka's densely populated Mirpur 1 in Dhaka. Nicknamed 'Midwifery Maternity Centre', the transformation is a result of multi-party initiative that considers midwives as key players in conducting normal delivery and boosting pre- and postnatal services for pregnant women, mothers and neonates. The initiative was conceptualised by BRAC University's 'Developing Midwives Project' (DMP), and endorsed by BRAC James P Grant School of Public Health (BRAC JPGSPH).

The midwife-led centre adapted a Bangladeshi model of maternity care. Four midwives who graduated from BRAC University with a 3-year 'Diploma in Midwifery' and were licensed by Bangladesh Nursing & Midwifery Council (BNMC), follow GoB and ICM Standards of Practice (SoP) in extending midwifery services at the midwifery-led maternity centre. BRACU's Midwifery Education Team (MET) monitors service quality and BRAC HNPP extends on-sight management.

The centre keeps midwifery care available 24/7 at the onset of pregnancy, during all three trimesters and throughout labour, birth and the first six weeks of postpartum period. Services include preventative measures, promotion of normal birth, detection of complications in both mother and child, any emergency measures and timely referral. It also offers family planning.

The Midwifery led Care centre is a home-like model of pregnancy and birth facility existing within a healthcare system. A birthing chair and other tools such as exercise ball etc. have been introduced at the Centre have generated huge interest in clients. Already, 75 normal vaginal deliveries were conducted since 23 January. As many as 22 deliveries were conducted using the birthing chair. Besides extending midwife-centric services, the Centre is also expected to provide midwifery faculty and students an opportunity to get first-hand midwifery-led-care experience and enable them to imbibe this concept in their teaching and learning process as well as raise awareness of policy makers to promote midwifery profession in this country.

Global evidence suggests that any skilled midwife can contribute to 87 percent of the expected fundamental care for women and new-born, and can handle almost 50 percent of the deliveries - potentially yielding a 16 fold return on investments in terms of lives saved and costs of caesarean sections averted. It was also found that midwife-led care was associated with several benefits for mothers and babies. It reduces the use of epidurals, fewer episiotomies or instrumental births and women's chances of having a spontaneous vaginal birth were also increased.

Obstetric care from a trained provider during delivery is critical for the reduction of maternal and neonatal mortality. Bangladesh has committed to ending preventable child and maternal deaths by 2030. The new cadre of midwives who are trained and regulated to international standards is seen as a key step to achieving SDG goal.

BRACU's first ever initiative for developing midwives in Bangladesh's private sector envisions the reduction of maternal and neonatal mortality and morbidity, and increase in the use of family planning methods through competent and accredited midwives. The midwifery-led maternity care model is a low-cost service. Because it is located within the community, the facility enhances client satisfaction for quality midwifery service and the coverage of reproductive healthcare. As a result of the services, the rate of normal delivery would increase.

An overview of midwifery education and services in Bangladesh

Farida Begum, Project Technical Officer- Midwifery, UNFPA Bangladesh

Background

Maternal and newborn including adolescent health are the priority areas in Bangladesh. The introduction of professional midwives as per International Confederation of Midwives (ICM) standards who are autonomous for the care of healthy women and newborns, and consult and refer as needed for the care of complications, is an important step in increasing the health of mothers and newborns. To achieve the MDGs target, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina committed to the United Nations General Assembly in 2010 during the "Every Woman Every Child Initiative", 3000 midwives post has been created in the public sector. Global standards for midwifery education has been introduced in Bangladesh both a six month post basic advanced midwifery course for existing nurses in 2010 and a three year direct entry education programme for registered midwives.

Introduction of new cadre of professional midwives in Bangladesh

A three-year Diploma in Midwifery course started in 2013 January 2013 with an intake of 525 students in 20 nursing educational institutes and colleges. Currently 38 existing public and 16 private nursing and midwifery institutions have midwifery programmes including BRAC University with an annual intake of 975 and 560 intakes in Govt. and private institutions respectively. The total number of 6 month post basic midwives is 1600. Among them 1200 have been deployed as a midwife in public health facilities at Upazilla Health Complexes and below, some of them are working as functional midwives in districts and medical college hospitals where currently there are no midwifery posts.

The total number of three year Diploma Registered Midwives is 1883 (BNMC, March 2018). The registered midwives who have graduated from first and second batch are waiting for deployment in public health sectors very soon. Currently a number of registered midwives have been deployed by the UNFPA in the humanitarian crisis areas as Cyclone affected, Rohingya influx and tea garden to provide a wide range of Sexual and Reproductive Health Services, including antenatal care, safe deliveries, emergency obstetric care, family planning and clinical management of rape. Besides this, Directorate General Nursing and Midwifery has been provided training on minimum initial service package for reproductive health in crisis situations and on job training to the midwives to increase the competencies and skills to provide quality care to the women and newborns. These midwives will truly make a difference in saving the lives of mothers and their babies and who can provide more than 87% of all reproductive health services.

Midwifery faculty development

One of the biggest challenge on introduction of professional midwifery education is dedicated midwifery faculty. In response to the midwifery faculty development, a 28 day Training of Trainers (TOT) is ongoing and blended web-based master program on sexual and reproductive health and rights (SRHR) with the technical support from Dalarna University, Sweden is introduced. Thirty students from the first batch graduated in December-2017. Second batch (30) is going to complete in December 2018 and third batch (30) has been enrolled in March 2018. This online program's development and implementation is the joint success of MOHFW, DGNM, UNFPA and Dalarna University.

Regulatory support

Bangladesh Nursing and Midwifery Council (BNMC) as regulatory is working closely with the MoH&FW and DGNM to manage nursing and midwifery education and services. The council provides license for practicing midwives in Bangladesh. A number of guidelines, tools including curricula have been developed and introduced under the BNMC with the technical support of UNFPA as the guidelines for the Licensing and relicensing exam, Midwifery code of ethics as a safe guard for the people and midwives, Nursing and midwifery act which has approved in December 2016 and developed bylaws. To ensure the quality of midwifery education around the country, BNMC has developed guideline on standardization of midwifery examination system and developed accreditation guideline and assessment tools to assess the ability/capacity of each midwifery institution to run the international standard midwifery programme. A supportive supervision mechanism is has been developed to support the midwifery faculty and students. To improve the quality of midwifery education and create an opportunity for the higher education of future midwives, BNMC are working on reviewing Diploma in midwifery curriculum, developed BSc in midwifery curriculum, and drafted a proposal to introduce MSc in midwifery. BNMC also have been doing advocacy for the midwifery profession as Celebration of International Day of Midwife (IDM) with the Theme of "Midwives leading the way with quality care".

Professional body

The Bangladesh Midwifery Society (BMS) was founded in August 2010 as a professional midwives' Society in Bangladesh with the aim to provide support and advocate for this young profession. BMS is a member of the International Confederation of Midwives (ICM). BMS works closely with Government, national and international organizations, and other professional bodies. The responsibilities of BMS is to ensure the right of all women to access professional midwifery care, promote research, develop midwifery services, establish evidence-based practices to reduce maternal and newborn mortality.

Challenges and way forward:

Although there have been great achievement for midwifery education and services, there are still gaps which include insufficient numbers of midwives, inadequate posts for midwives and gaps in quality education as midwifery faculty are not yet midwives and proper supervision and clinical preceptor ship support for students. The conducive environment for midwifery services need to be ensured.

দুঃখুর সেই দুঃখের স্মৃতিঃ

কয়েক বছর আগের কথা তখন আমি ক্লাস নাইন-এ পড়ি। আমার বাবা-মা-ভাই, আমি আর আমার ফুফুকে নিয়ে আমাদের গরিব ফুফুর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ফুফা দেশের বাহিরে থাকায় ফুফু আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। আমার ফুফু ছিল Pregnant, ফুফু সারাক্ষন হাসি খুশি থাকতেন। আমাদের সাথে দুষ্টামি করে সারাক্ষন ঘর মাতিয়ে রাখতেন। আমি আর আমার ভাই মিলে ঝগড়া করতাম। আমি বলতাম ফুফুর ছেলে হবে, ভাই বলত না মেয়ে; এই নিয়ে বাজি ধরাধরিও হতো আমাদের মধ্যে। ফুফু দেখত আর হাসত..., আমি আর ভাই আশায় ছিলাম কবে হবে ফুফুর ডেলিভারী! আর কে জীতবে। অনেক দিন পর আসল সেই প্রতীক্ষার দিন। একদিন রাতে শুনতে পাই ফুফুর কান্না- গিয়ে দেখি মা, কাকীমা, আরো একজন মহিলা (ধাত্রী)। আমি ছোট বলে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইতে, অবশেষে চলে আসলাম পাশের রুমে। কিছুক্ষন পরে শুনতে পেলাম বাচ্ছার কান্না, ছুটে গেলাম সেখানে দেখলাম বাজিতে আমিই জিতে গেছি। আমার একটা সুন্দর ফুটফুটে ফুফাতো ভাই হয়েছে। আমি আমার ছোট্ট ভাইটিকে নিয়ে ফুফুর পাশেই তখন বসে ছিলাম। কিছুক্ষন ঐ মহিলা (ধাত্রী) বলল ফুলতো উপরে উঠে গেছে। দেখলাম উনি (ধাত্রী) হাত না ধুয়েই তার লম্বা হাতটা কনুই পর্যন্ত ঢুবিয়ে দিল ফুফুর শরীরের ভিতরে। আমি পাশে বসেই ফুফুর মাগো মাগো কান্না শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলাম না। চিৎকার করে বলছিলাম আমার ফুফুকে বাঁচাও! আমাদের ঘড়ের মেঝেটা তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছিল লাল টাটকা রক্তে। মহিলা (ধাত্রী) বার বার হাত ঢুকিয়ে টেনে টেনে কি যেন আনার চেষ্টা করছে। ফুফু তখন চিৎকার করে বলছিল আমাকে মেরো না তোমরা। মহিলা টান দিয়ে ফুফুর পেট থেকে নাড়ীভূড়ি গুলো টেনে বের করে নিয়ে আসে ফুল ভেবে। ফুফুর সেই চিৎকার দিয়ে যে চোখ বুঝল আর আমার ফুফু চোখ খুলেনি। আমি তখনো বুঝিনি আমার ফুফু চিরকালের জন্য চলে গেছে আমাদের সবাইকে ছেড়ে।

আমার ছোট্ট ভাইটা একটি বারের জন্য বুকের দুধ খেতে পেল না। যখন বুঝতে পারি ফুফু মারা গেছে অনেক কেঁদেছিলাম। কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। ফুফু মারা যাওয়ার পর সবাই বলাবলি করছে এই ছেলে পুড়া কপাইল্লা জন্মের সময় মাকে খেয়েছে। আমার ছোট্ট ভাইটি যে এখনো কিছুই বুঝে না যে নিস্পাপ শিশুটির উপর অপবাদ দেওয়া হচ্ছে সে নাকি কুফা, অভাগা মাকে খেয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের সমাজের কুসংস্কার। আমার ভাইটির তখন কেউ যত্ন নিতো না ওর নাম রাখা হলো দুঃখু মিয়া। কারণ ও জন্মের সময় ওর মাকে মেরেছে। আমি যতটুকু পারতাম ওর যত্ন নিতাম। এভাবেই অবহেলায় বড় হতে লাগল আমার ভাই দুঃখু মিয়া। কয়েক বছর পর ভাইটি যখন হাটতে শিখে ঘুটি ঘুটি পায়ে, আমিও সাথে সাথে হাটতাম। একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি, আমাদের ওঠানের মধ্যে সবাই জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আমি ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি দুঃখু শুয়ে আছে মাঠিতে অচেতন হয়ে। আমি কিছুক্ষন পর শুনতে পারি আমার দুঃখু ভাইটি পানিতে পড়ে মারা গেছে। আমি কাঁন্নায় ভেঙ্গে পরি। তারপরও পাশের কয়েকটা লোকের মুখে শুনতে পাই পুড়া কপাইল্লা মরছে ভালো হইছে ওকে দেখলেই দিনটা খারাপ যেত, মাকে খাওয়া ছেলে। আমি সেদিন শুধু বলেছিলাম আপনারা চুপ করেন। একটা নিস্পাপ ছেলেকে নিয়ে আপনারা কেন এসব বলছেন? এভাবেই অবহেলা অযত্নে নিভে গেল দুঃখুর জীবন প্রদীপ। তারপর যখন আমি H.S.C পরীক্ষা শেষ করে Midwife সম্পর্কে জানতে পারি যে Midwifery পড়ে Prenatal care থেকে আরম্ভ করে, Antenatal, Safe Delivery, intranatal এবং Post Natal Care দিয়ে হাজারো মায়ের শিশুর জীবন বাঁচানো যায়। সেইদিন থেকেই আমার ইচ্ছা আমি হব একজন Skilled Midwife.

শান্তা আক্তার, ৩য় বর্ষ, (৪র্থ ব্যাচ)
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি, ঢাকা নার্সিং কলেজ ঢাকা।

গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি

যা করবেন ✓	যা করবেন না ✗
পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন	বাহিরের খাবার খাবেন না
প্রচুর পানি পান করুন	ভারী কাজ করবেন না
স্বাভাবিক কাজ করুন	উঁচু হিলযুক্ত জুতা এবং আঁট সাঁত পোশাক পরবেন না
সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন	ঝাঁকুনি হয় এমন যানবাহনে ভ্রমন করবেন না
হালকা ব্যায়াম (যেমনঃ হাঁটা-চলা) করুন	ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোন ঔষধ সেবন করবেন না
সময়মত সকল টিকা গ্রহণ করুন	ধূমপান ও অ্যালকোহল সম্পূর্ণ বর্জন করুন
বাম দিকে কাত হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করুন	অধিক ঝাল এবং চর্বিযুক্ত খাবার খাবেন না
গর্ভধারণের ১ম মাস থেকে ফলিক এসিড এবং ৩ মাস থেকে অতিরিক্ত আয়রণ ও	গর্ভধারনের প্রথম ৩ মাস এবং শেষ ২ মাস দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকুন
ক্যালসিয়াম খাবেন	মানসিক দুশ্চিন্তা ও রাগ পরিহার করুন
শরীরে ওজন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন	

কবিতা

আমরা মিডওয়াইফ

আমরা মিডওয়াইফ
আমরা সবাই এক পরিবার
একবার নয়, দুইবার নয়
আমরা আসিব বার বার।
আমরা আসিব-
থাকব শত গর্ভবতী মায়েদের পাশে,
প্রসব বেদনায় পল্লী জননীর দু'নয়ন যেন
আর অশ্রুতে না ভাসে।
আমরা আসিব-
বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।
যেখানে মা তার-
শাশুড়ী ও স্বামীর অবহেলার স্বীকার,
উৎসাহিত করব মায়ের যত্ন বিষয়ে
কমিয়ে দিব মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার।
আমরা আসিব-
মা তোমার রক্ত জর্জরিত প্রসবের সময়,
কান্নাজড়িত দুচোখ যখন-
থাকবে এক নবজাতকের প্রতিক্ষায়।
আমরা আসিব, স্পর্শ করতে দিব না মা
তোমায় নিরব মৃত্যু সিজার,
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিব
জয় হবে আমাদের দক্ষতার।
আমরা আসিব-
মা তোমার সুস্থ্যতার প্রতিক্ষায়
জীবন প্রদীপ যেন না নিভিয়ে আসে অস্ত রবির প্রায়
আমরা আসিব-
জয়ের হাসি নিয়ে মিডওয়াইফ সাজে
বসত করব পল্লীজননীর সুখ-দুঃখের মাঝে।

তাহমিনা সুমা, ৩য় বর্ষ, (৪র্থ ব্যাচ)
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি, ঢাকা নার্সিং কলেজ।

নারী

আমি আর তুমি সব নারী ভাই
হবো একদিন "মা" এতো খুশি তাই।
খুশির মাঝেও দুঃখ যেন আগে এসে দাঁড়ায়,
প্রসব বেদনায় অনেক মা অকালে প্রাণ হারায়।
ভুলিনি আমি সেদিনের কথা
যেদিন উঠেছিল মায়ের প্রসব ব্যাথা।
প্রসব বেদনায় মা ছটফট করে,
অন্যদিকে পরশিরা সব নানা কথা বলে।
অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর অন্ধকারে থেকে
কোন ব্যবস্থা করছিল না কেউ দেখে দূর থেকে।
পাশে থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি- মায়ের চিৎকার।
কেউ কি আছো? যে করবে প্রতিকার।
খনিক বাদে শুনতে পাই বাচ্চার কাঁন্নার ধ্বনি,
ভেবেছি এবার খুশি হয়েছে আমার "মা" জননী।
দৌড়ে গিয়েছিলাম সেথায়
মা ছটফট করেছিল যেথায়।
পাইনি! পাইনি! সেদিন মায়ের হাসিমাখা মুখ খানা দেখতে পাইনি!
বেদনাভারাক্রান্ত মন নিয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলাম ছোট মনির,
শপথ করেছিলাম আর মরতে দিবনা কোন মা জননীর।
তাইতো আমি এসেছি "নারী" এইতো নবরূপে-
দুঃখ করব দূর-
হাসি ফোটাবো আমি তোমার মলিন মুখে।
আর ভয় পেওনা নারী-
এইতো আমি মিডওয়াইফরূপে।

কল্পনা রায়, ৩য় বর্ষ, (৪র্থ ব্যাচ)
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি, ঢাকা নার্সিং কলেজ ঢাকা।

হাস্য রস

কবিতা

কে তুমি Midwife!

Midwife কে তুমি?
কিবা তোমার পরিচয়!
জানে কি প্রতিটা মানুষ?
তুমি যে সবার কতটা আশ্রয়!!
তোমায় চিনিতে বিশ্ববাসী.....
করেছে সৃজন দিবস Midwifery.....!
৫-ই মে তার বইছে প্রমান
দিতে সকল মিডওয়াইফারির শ্লোগান।
মিডওয়াইফ তুমি দেখাও দুয়ার
হাজারো মায়ের সুখের বাঁচার
কাটা ছেঁড়া নয় কাজ
Midwife তোমার আমার.....!!
গড়তে তাই সুন্দর জীবন
Normal Dilivery অতীব প্রয়োজন।
তুমি কেবল তারি আপন
যে তোমায় করবে বরণ
বেছে নিতে সুস্থ্য মা ও শিশুর জীবন;
Midwife তুমি তারি স্বজন।
দেখুক তোমায় প্রতিটা মানুষ
জানুক তোমায় বিশ্বভুবন
Midwife তুমি সবার আপন.....।

মেহ্‌নাজ আক্তার মুন্নি, ৩য় বর্ষ, (৪র্থ ব্যাচ)
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি, ঢাকা নার্সিং কলেজ ঢাকা।

মায়ের আদর

মায়ের আদর পাবে শিশু
এই অধিকার আছে
মা বিনে ছোট্ট শিশু
কেমন করে বাঁচে।
আমার দেখা প্রতিটি মার
কষ্ট সীমাহীন
মা বাচ্চার জন্য বাচাঁতে বাজি
জীবন নাশের বীণ
খোকার গাঁয়ে জ্বর আসলে
মায়ের শরীর পুড়ে।
সীমাহীন ভালোবাসা রয়েছে
মায়ের হৃদয় জুড়ে।

আবেদা সুলতানা, ৫ম ব্যাচ
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সীমান্তিক সেন্টার, সিলেট

সুন্দর জীবন

মা শিশুদের জন্য
সীমান্তিক ও ব্র্যাক করেছে আয়োজন
দিয়ে যেতে মা শিশুদের
সুন্দর একটি জীবন।
সাফল্য পেতে জীবনে
শিক্ষার প্রয়োজন।
তাইতো সীমান্তিক ও ব্র্যাক
মিডওয়াইফদের নিয়ে করেছে এ আয়োজন।
মন দিয়ে পড়বো মোরা
গড়বো সোনার দেশ।
চাইবো মোরা সবার ভালো
সুন্দর পরিবেশ।
তেজদ্বীপ্ত মিডওয়াইফ
বুকে অসীম আশা।
মিডওয়াইফ হবে যুগের সারথি
এটাই ব্র্যাক ও সীমান্তিকের আশা।

ফরিদা বেগম, ৩য় ব্যাচ
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সীমান্তিক সেন্টার, সিলেট

৩-বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স পরিচালনাকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকাঃ

ক্রমিক	কলেজ / ইনস্টিটিউটের নাম	আসন সংখ্যা	টেলিফোন নম্বর	
১.	ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	৫০	০২	৫৫১৬৫০৬৯
২.	রাজশাহী নার্সিং কলেজ, রাজশাহী মেঃকঃহাঃ, রাজশাহী	২৫	০৭২১	৭৭৫৮১৩
৩.	চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম মেঃকঃহাঃ, চট্টগ্রাম	২৫	০৩১	৬৩০১৭৭
৪.	ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ মেঃকঃহাঃ, ময়মনসিংহ	২৫	০৯১	৫৪৯২৩
৫.	রংপুর নার্সিং কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর	২৫	০৫২১	৬৩১৬৩
৬.	সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেঃকঃহাঃ, সিলেট	২৫	০৮২১	৭১৬৮৫৯
৭.	বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেঃকঃহাঃ, বরিশাল	২৫	০৪৩১	২১৭৫৪০৯
৮.	বগুড়া নার্সিং কলেজ, শজিরমেকহা, বগুড়া	২৫	০৫১	৬৩২২৯
৯.	ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ, ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম	২৫	০৩১	২৭৮১২৩০
১০.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, এসএসএমসি ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা	২৫	০২	৭৩১৮৭১৯
১১.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুমিলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিলা	২৫	০৮১	৭৬৪৫৬
১২.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নোয়াখালী	২৫	০৩২১	৬১৩৫৯
১৩.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল	২৫	০৯২১	৫৪১৩৪
১৪.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর	২৫	০৬৩১	৬২৪৪১
১৫.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা	২৫	০৪১	৭৬১৭১৩
১৬.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, যশোর	২৫	০৪২১	৬৬৬০২
১৭.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া	২৫	০৭১	৬২০৩৪
১৮.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা	২৫	০৪৭১	৬৩১৯৩
১৯.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা	২৫	০৭৩১	৬৬০৪২
২০.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর	২৫	০৫৩১	৬৫০৯৫
২১.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া	২৫	০৫১	৬৪১৯৮
২২.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মুন্সিগঞ্জ	২৫	০২	৭৬২০৬৭৫
২৩.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ।	২৫	০২	৬৬৮২১৭৯
২৪.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ	২৫	০৮৩১	৬৩০৫৩
২৫.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাঁদপুর	২৫	০৮৪১	৬৭৬৯১
২৬.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ	২৫	০৭৫১	৬২৬৫২
২৭.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী	২৫	০৬৪১	৬৬২৬৮, ৬৫৫৭২
২৮.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ	২৫	০৪৫১	৬২৩৭০
২৯.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট	২৫	০৫৭১	৬৩৫৬১, ৫২৬৪৮
৩০.	নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট, মানিকগঞ্জ	২৫		
৩১.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ	২৫	০৯৪১	৬১২২৩
৩২.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, রাংগামাটি	২৫	০৩৫১	৬৩২৫৯
৩৩.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পটুয়াখালী	২৫	০৪৪১	৬২১০৮
৩৪.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মৌলভী বাজার	২৫	০৮৬১	৫৩৬২৪
৩৫.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম	২৫	০৫৮১	৬১৬১৬
৩৬.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর	২৫	০৪৬১	৬৩৫২১
৩৭.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নওগাঁ	২৫	০৭৪১	৬১৪৬৫
৩৮.	নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ফেনী	২৫	০৩৩১	৭৩০৬৯
	বেসরকারি পর্যায়ে ৩ বছর মেয়াদি ডিপেণ্ডামা ইন মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠান-১৩টি			
	ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব মিডওয়াইফারি এন্ড নার্সিং (৭টি সেন্টার)			
৩৯.	(১) ল্যাম্ব কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	৪০		০১৭১২৭০৭৫৬৫
৪০.	(২) এফ.আই. ভি.ডি.বি কেন্দ্র, সিলেট	৪০		০১৮৪৫৮৬৩৭১৪
৪১.	(৩) সীমান্তিক কেন্দ্র, সিলেট	৪০		০১৭১২২৭৭৬২৮
৪২.	(৪) ওজিএসবি হাসপাতাল-ঢাকা কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা	৫০		০১৭১৬১৫৩৫২৪
৪৩.	(৫) জি.বি.সি-সি.এইচ.পি সেন্টার, ময়মনসিংহ	৩০		০১৯৫৬৮১৭২৩৩
৪৪.	(৬) পি.এইচ.ডি সেন্টার, খুলনা	৩০		০১৭১২২৩০৪৮৬
৪৫.	(৭) হোপ ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার	৩০		০১৭৩৬২৯২৯৮৬
৪৬.	ডি.ডাব্লিউ.এফ মিডওয়াইফারী ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী	৩৫		০১৭৪০৫৭০৮৮১
৪৭.	আইসিএমএইচ মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা	৩০	০২	৭৫৪২৮২৬
৪৮.	পল্লবী নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা	৪০	০২	৮০০১৩৪২
৪৯.	সাহেরা হাসান মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট,মানিকগঞ্জ	২৫		০১৭১১৩১৯৬৩৪
৫০.	টিএমএসএস নার্সিং কলেজ, ঠেঙ্গামারা, গোকুল, বগুড়া	৩০	০৫১	৭৩৫৬৯
৫১.	প্রাইম নার্সিং কলেজ, রংপুর	৪০	০৫২১	৫৩৯০০
৫২	নর্থ ইস্ট নার্সিং কলেজ, সিলেট	৪০		
৫৩	আরআইএমটি, সিলেট	৩০		
৫৪	স্কাবো নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ	৩০		